সংবাদ

01 DEC 2013

ঢাকা : রোববার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
Dhaka : Sunday 1 December 2013

সম্পাদকীয়

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরাম নেই

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গত শুক্রবার রাতে একজন নিহত এবং অন্তত তিনজন আহত হয়েছে। নিহত ফারুক ঢাকা কলেজের প্রাণিবিদ্যার মাস্টার্সের ছাত্র ছিল। ঘটনার রাতে কলেজ শাখার সভাপতি ফুয়াদ হাসান ও সাধারণ সম্পাদক সাবিক হাসানের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে গোলাগুলি হলে ফারুক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দাবি করেছে, তার দু'জন গেস্টের কাছ থেকে ছাত্রলীগ সভাপতির অনুসারীরা অর্থকড়ি ছিনিয়ে নেয়। সাধারণ সম্পাদকের অনুসারীরা অভিযুক্ত ছিনতাইকারীকে ধরে আনতে গেলে সংঘর্ষ শুরু হয়। সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী, সাধারণ সম্পাদকের অনুসারীরা কলেজের সাউথ হলে গিয়ে ভাঙচুর শুরু করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট ও সহিংসতায় যখন দেশবাসী চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে ছাত্রলীগ তখনও অন্তর্কলহে লিপ্ত, নিজেদের মধ্যে খুনোখুনিতে ব্যস্ত। তাদের অন্তর্কলহে মানুষ হতাহতও হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ছাত্রলীগ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন দলের এই সংগঠনটি নামেই ছাত্রলীগ। বাস্তবে তাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বা রাজনীতির লেশমাত্র নেই। একজন শিক্ষার্থীর যে মৌলিক কাজ পড়ালেখা, সেই পড়ালেখাতেও তাদের মনোযোগ নেই। ছাত্রনং অধ্যয়নং তপ: এই আপ্ত বাক্যের সঙ্গে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের কোন যোগাযোগ নেই। বরং তাদের ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল, আধিপত্য বিস্তার, সন্ত্রাস প্রভৃতি। বই-খাতা-কলমের পরিবর্তে তাদের হাতে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র। পড়ালেখা করে নিজেদের ভাগ্য বদলানোর পরিবর্তে পেশিশক্তি দিয়ে আখের গোছাতেই ব্যস্ত তারা। চলমান রাজনৈতিক সংকটের গাড্ডায় পড়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে তাদের ন্যূনতম চেতনাও নেই। প্রকৃত ছাত্র রাজনীতি থেকে তারা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে বলেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে ছাত্রলীগের কোন চেতনা নেই।

সরকার শুরু থেকেই ছাত্রলীগের ক্যাডারদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাস নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে দু-একজনকে গ্রেফতার করা হলেও তা আইওয়াশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কী কারণে সরকার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে সেটা এক রহস্য। নিকট অতীত থেকে এ পর্যন্ত ছাত্রলীগকে দিয়ে কোন রাজনৈতিক আদর্শিক সিদ্ধি ঘটেছে বলে জানা যায় না। বরং তাদের লাগামহীন সন্ত্রাসে ক্ষমতাসীনরা বরাবরই বিপাকে পড়েছে। আওয়ামী লীগের আগের মেয়াদেও যেমন, বর্তমান মেয়াদেও তেমন ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ক্ষমতাসীনদের বোঝাতেই পরিণত হয়েছে। বিশ্বজিতের নৃশংস হত্যার সঙ্গে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা জড়িত। অথচ সরকার শুরুতে বিশ্বজিতের হত্যাকারীদের আড়াল করতে চেয়েছে। রহস্যজনক কারণে সরকার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বোঝা নামিয়ে না ফেলে পুরো পাঁচ বছরই বয়ে বেড়িয়েছে। তবে সরকারকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বোঝা বওয়ার কুফলই ভোগ করতে হয়েছে। সরকারের জনপ্রিয়তা কমার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ছাত্রলীগের লাগামহীন সন্ত্রাস।

আগামী নির্বাচনের আগে আগে ছাত্রলীগের আর কোন সন্ত্রাসের বোঝা ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেবে কিনা সেটা তাদের ব্যাপার। তবে এবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।